জাতীয় বাজেট ২০২১-২২: নাগরিক সমাজের মতামত

পুজি পাচার ও কালো টাকা সাদাকরন বনাম আর্থিক খাতের ভূমিকা

অর্থ পাচার রোধ ব্যাংক ব্যবস্থার সুশাসন জরুরী

ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলন

৫ জুন, ২০২১

equitybd

www.equitybd.net

ক. আভ্যন্তরিন রাজস্ব আদায়, বাজেট ঘাটতি ও করোনা প্রভাব

- মহামারী করোনাভাইরাসের কারনে শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনীতি আজ বিপর্যস্থ। যার ক্ষত শুকাতে এক দশকও লেগে যেতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
- ২০২১-২২ ছরের বাজেট: ৬,০৩,৬৮১কোটি। ২০২০-২১ এর সংশোধিত বাজেটের ১২% বেশি।
- রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ঃ ৩,৮৯,০০০ কোটি। ২০২০-২১ এর সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১১% বেশি এবং মোট বাজটের ৬৪%।
- বাজেট ঘাটতি : ২,১৪,৬৮১কোটি টাকা যা মোট জিডিপির ৬.২%।
- ঘাটতি মোকাবেলা : বৈদেশিক ঋণ, অভ্যন্তরিন উৎস (রাজস্ব ও অন্যান্য), ব্যাংক ঋণ এবং সঞ্চয়পত্র ও বন্ড বিক্রি।
- ঋন ঃ ২,১৪,৬৮০ কোটি টাকা (দেশি/বিদেশি)। ২০২০-২১ এর চেয়ে ১৩% বেশি এবং প্রস্তাবিত বাজেটের ৩৭%। এর মধ্যে অভ্যন্তরিন ঋণ ১,১৩,৪৫৩ কোটি যা মোট ঋণের ৫৩% এবং এর মাঝে ব্যাংক ঋণ ৭৬,৪৫২ কোটি টাকা।

ক. আভ্যন্তরিন রাজস্ব আদায় .. .. ..

- সুদ পরিশোধ করতে হবে : ৬৮,৫৮৯কোটি টাকা যা মোট বাজেটের প্রায় ১১% ।
- বছরে গড় ঋণ পরিশোধ : ৬৩,৫০০ কোটি (৩বছর হিসেবে অভ্যন্তরিন ও বৈদেশিক ঋন) ।
  - অভ্যন্তরিন ঋনের সুদ ৬২,০০০ কোটি টাকা এবং
  - বৈদেশিক ঋনের সুদ ৫,৬৮৯ কোটি টাকা
- দেশের ৯৮ ভাগ মানুষ এ ঋণ না নিলেও এ ঋণের দায়ভার এদেরকেই বহন কততে হবে। ।
- ব্যাংক গুলোকে তারল্য সংকটের মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
- কারন সরকারকেও ব্যয় মেটানোর জন্য ব্যপক হারে ব্যাংক ঋনের উপর নির্ভর করতে হবে (অভ্যন্তরিন ঋণ ১,১৩,৪৫৩ কোটি) ।

খ. প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আদায় কতটুক অর্জন হবে ?

- চলতি ২০২০-২১ বছরে রাজস্ব লক্ষ্য : ৩,৮৯,০০০ কোটি টাকা।
- গত ফেব্রুয়ারী'২১ পর্যন্ত আদায় ১,৫৪,৯৮০ কোটি যা লক্ষমাত্রার ৪১%।
- বাকী ৪মাসে অবশিষ্ট রাজস্ব ২,২৩,০২০কোটি টাকা (লক্ষমাত্রার ৫৯%) আদায় করা সম্ভব কিনা?
- আমরা মনে করি তা কোনভাবেই সম্ভব নয় এবং করোনা পরিস্থিতির কারনে করপোরেট ও ব্যক্তি পর্যায়ে আয়কর সংগ্রহ ও শুল্ক আদায় অনেকাংশে হ্রাস পাবে।
    - রাজস্ব আদায় বড়জোড় ১লাখ থেকে ১লাখ ২০হাজার কোটি টাকা হতে পারে
    - রাজস্ব ঘাটতি ১,০০,০০০ কোটি টাকারও বেশি হতে পারে।
- ফি-বছর সরকারি পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি পরিচালন ব্যয় পুন:পর্যলোচনা করে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করে কিছুটা হলেও রাজস্ব ঘাটতি মোকাবেলা করা।

খ. বাজেটে প্রত্যাশা .. .. ..

- কর কাঠামো ও আদায় কৌশল
- কর ন্যায্যতা
- ব্যাংক ব্যবস্থার সুশাসন
- অর্থপাচার রোধ
- অপ্রদর্শিত অর্থনীতি বা কালো টাকা রোধ (যার সম্ভাব্য পরিমাণ জিডিপি'র ৪৮% হতে ৮৪% পর্যন্ত)

খ. কর আদায় কৌশল ও কর ন্যায্যতা ..

- ব্যক্তিগত আয়করের করমুক্ত সীমা অপরিবর্তিত রয়েছে।
- ভ্যাট আদায়ের লক্ষ্য প্রায় ৩৯% এবং আয়করের লক্ষ্য হচ্ছে ৩১%
- করোনা মহামারিতে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে
- মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, দরিদ্র শ্রেনী পেশার মানুষের আয়-রোজগার, সঞ্চয় এখন তলানীতে।
- গত এক বছরে বাংলাদেশে প্রায় ২.৫ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছে
- ৩.৬০ কোটি মানুষ বেকার হয়েছে; ১.৬০ কোটি মানুষ নুতন ভাবে দরিদ্র হয়েছে; দারিদ্রের হার দ্বিগুন হয়েছে (৪২%)
- অথচ গার্মেন্টস মালকরা প্রনোদনার প্রায় শতভাগ অর্থ পেয়েছে
- প্রায় ৮৭% কর্মস্থান হচ্ছে Informal sector এ। এই sector সহ নিন্মবিত্ত ও কৃষকদের জন্য বরাদ্দ ছিল প্রায় ৪৩৯ কোটি টাকা।
- প্রায় ১৫লাখ পরিবার সহয়তা পায়নি।
- কালো অর্থনীতি ও অর্থ পাচার রাজস্ব আহরনে বড় বাধা
- Tax-GDP অনুপাত ৭.৫৯% যা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম।

ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার ক্ষেত্রে করকাঠামো

করকাঠামো (২০১৯-২০)		করকাঠামো (২০২০-২১)	
করযোগ্য আয়	করহার	করযোগ্য আয়	করহার
২.৫ লাখ	০%	৩ লাখ	০%
২.৫-৬.৫ লাখ	১০%	৩-৪ লাখ	৫%
৬.৫-১১.৫ লাখ	১৫%	৪-৭ লাখ	১০%
১১.৫-১৭.৫ লাখ	২০%	৭-১১ লাখ	১৫%
১৭.৫-৪৭.৫ লাখ	২৫%	১১-১৬ লাখ	২০%
৪৭.৫ লাখ+	৩০%	১৬ লাখ+	২৫%

খ. কর আদায় কৌশল ও কর ন্যায্যতা ..

খ. কর আদায় কৌশল ও কর ন্যায্যতা ..

- এখানে কালো অর্থনীতি ও অর্থ পাচার বন্ধে গুরুত্ব না দিয়ে ভ্যাট এবং ব্যক্তিকর আদায়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে, ফলে একদিকে জনগণের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত/নিম্ন মধ্যবিত্ত/গরীবের কাঁধে যেমন করের বোঝা চাপানো হচ্ছে তেমনি ভর্তুকি কমিয়ে দিয়ে জীবনযাত্রা ব্যয় আরও বেশী বাড়ানো হচ্ছে।
- সুতরাং কর আদায়ে সরকারকে কৌশলী হতে হবে এবং কর ন্যায্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ সরকারকে কর আদায়ের ক্ষেত্রে সম্পদ সংগ্রহ ও তা পুনঃবন্টকারীর ভূমিকা নিতে হবে।
- সেক্ষেত্রে ধনীব্যক্তিদের কাছ থেকে বেশী কর আদায় করতে হবে এবং এর অর্থ সাধারন ও গরীব জনগনের কল্যানে ব্যায় করতে হবে। বিশেষ করে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সেবায় বরাদ্দ বাড়িয়ে এদের জীবন যাত্রা মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

Figure 10.1. VAT paid as a percentage of net income

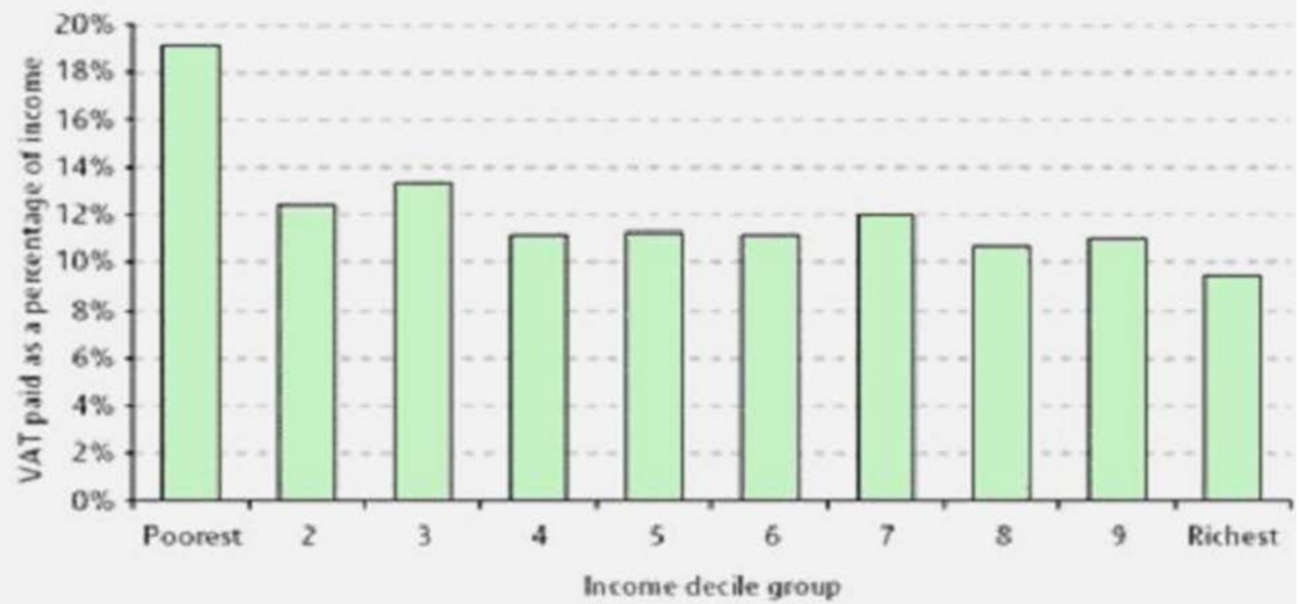

খ. কর আদায় কৌশল ও কর ন্যায্যতা ..

- বাংলাদেশে খুব কম সংক্ষক মানুয় সরকারকে কর দিয়ে থাকে।
- TIN আছে এমন সংখ্যা ৬২লাখ (মোট জনগনের ৪%)।
- ২৫ লাখ TIN ধারী নিয়মিত Return জমা দেয় (মোট জনগনের ২%) ।
- ১০-২০ লাখ মানুষ TIN নেয় শুধুমাত্র ক্রেডিট কার্ড ও জমি বেচা-কেনার জন্য।
- বাকী ২৫ লাখ TIN ধারী Return জমা দেয়না (মোট জনগনের ২%)।

গ. অপ্রদর্শিত অর্থনীতি অভ্যন্তরিন সম্পদ সংগ্রহে বড় বাধা

- বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার অন্যতম দুর্বল ভিত্তি হচ্ছে অপ্রদর্শিত অর্থনীতি বা কালো টাকা যার সম্ভাব্য পরিমাণ জিডিপি'র ৪৮% হতে ৮৪% পর্যন্ত ।
- এ গড় হিসেবে (৬৫%) চলতি অর্থবছরে সম্ভাব্য কালো অর্থনীতির (সংশোধিত জিডিপি হিসেবে) পরিমাণ ২০লাখ কোটি টাকারও বেশি। যা চলতি অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের প্রায় ৪গুন।
- উক্ত টাকার ৫০% নিয়ন্ত্রন করে যদি তার উপর ২৫% কর ধার্য করা যেত, তবে
  - প্রায় ৩,৮৫,০০০ কোটি টাকা অতিরক্তি রাজস্ব আদায়
  - নতুন বছরের লক্ষমাত্রার প্রায় সমান (৩,৮৯,০০০ কোটি)
- ব্যয় মেটানো, কাম্য রাজস্ব আদায় ও ঋণের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য সরকারকে অর্থপাচার বন্ধ ও কালো টাকা আদায়ে তৎপর হতে হবে।

অপ্রদর্শিত অর্থের উৎস:

অবৈধ বা অনৈতিক কর্মকাণ্ড	বৈধ কিন্তু জাতীয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নয়
ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাচালান, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা, সম্পত্তি দখল, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের লোকসান, বেসরকারিকরণ, শিল্প স্থাপনের জন্য নেওয়া ঋণের অর্থ লুট, নগদ সহায়তা ও কর অবকাশ সুবিধার নামে বিভিন্ন সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে অর্থ আত্মসাৎ, আন্তর্জাতিক টেন্ডার চুক্তি, সরকারী ক্রয়, বৈদেশিক মুদ্রার অবৈধ লেনদেন, মুদ্রা পাচার ও হুন্ডি, মাস্তানি/ চাঁদাবাজী/ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, সিন্ডিকেট তৈরি ও হোর্ডিং ব্যবসা, চোরাকারবার, সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে আইনের অপব্যবহার, কালোবাজারী, ভেজাল পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি ইত্যাদি।	বিনিয়োগে অস্বাভাবিক মুনাফা, পেশাজীবিদের অতিরিক্ত ফি, পুঁজির অতিরিক্ত আয়, অতিরিক্ত বাড়ি আয় ইত্যাদি।

ঘ. অর্থ পাচার রোধ আমরা কতটুকু বন্ধ করতে পেরেছি ?

- Global Financial Integrity (GFI)-মার্চ ২০২০ রিপোর্ট :
  - ২০০৮ থেকে ২০১৫ (৭ বছর) পাচার ৪,৪৮,২৫৬ কোটি টাকা
  - প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৬৪,০০০ কোটি টাকা।
  - ২টি পদ্মা সেতু বা ২টি মেট্রোরেল বাজেটেরও বেশি।
- এর ৮০% আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের আড়ালে (.. দুদক)।
- এছাড়া বিভিন্ন ব্যবসায়ি, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যাংকের পরিচালক সহ বিভিন্ন কর্মকর্তাগন বিভিন্নপ্রভাব ও কৌশল খাটিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা অবৈধ পন্থায় সর্গরাজ্য নামে পরিচিত বিভিন্ন দেশে পাচার করেছে; যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, মালয়েমিয়া, সুইজারল্যান্ড, আরব আমিরাত ইত্যাদি।

সাল/বছর	পাচারকৃত অর্থ
২০০৮	৫২৮ কোটি ডলার
২০০৯	৪৯০ কোটি ডলার
২০১০	৭০৯ কোটি ডলার
২০১১	৮০০ কোটি ডলার
২০১২	৭১২ কোটি ডলার
২০১৩	৮৮২ কোটি ডলার
২০১৫	১,১৫১ কোটি ৩০ লাখ ডলার

জিএফআই-কে ২০১৪, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের তথ্য-উপাত্ত দেওয়া

ঘ. অর্থ পাচার রোধ .. .. ..

- মালয়েশিয়ায় ২০০২ সালে "মাই সেকেন্ড হোম প্রোগ্রাম"
  - ডিসেম্বর ২০১৭ জুন পর্যন্ত মোট ৩,৯৪৪ জন বাংলাদেশী
  - পাচারের ক্ষেত্রে প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৩য়।
- কানাডার 'বেগমপাড়ায়' : ১৯৭৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত অর্থ পাচার হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা।
- পানামা পেপারস কেলেঙ্কারিতে ৪৩ জন বাংলাদেশির নাম পাওয়া গেছে, যারা মোসাক ফনসেকা নামক আইনি প্রতিষ্ঠানটির সহায়তায় কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশে বেনামি প্রতিষ্ঠান গড়েছে। এদের মধ্যে ব্যবসায়ি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা রয়েছে।

NO	COUNTRY	TOTAL (2002- 2017)	SHARE
1	China	8,463	25.9%
2	Japan	4,193	12.8%
3	Bangladesh	3,944	11.8%
4	Ireland	2,386	7.3%
5	Iran	1,333	4.1%
6	Singapore	1,286	3.9%
7	Taiwan	1,191	3.6%
8	Korea	1,236	3.8%
9	Pakistan	967	3.0%
10	India	884	2.7%
11	Others	7,305	22.3%
TOTAL		33,188	100.0%

ঙ. ক্রমবর্ধমান ঋণ খেলাপী ব্যাংকিং সেক্টরে অস্থিরতা ও বিনিয়োগ সংকট তৈরি করছে

- ব্যাংকিং সেক্টরে চলছে এধরনের অরাজকতা এবং তথাকথিত অভিজাত লুটেরারা জনগণের ও রাষ্ট্রীয় অর্থ বিদেশে পাচার করছে।
- শুধু সরকারি ব্যাংকগুলো হতে আনুমানিক ২০ হাজার কোটি টাকা লুট।
- খেলাপী ঋন ফি-বছর বেড়েই চলেছে।
  - জুন'১৯ শেষে ৯৪,৩১৩ কোটি টাকা
  - জুন'২০ শেষে ৯৬,১১৭ কোটি টাকা (২% বা ১,৮০৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি)।

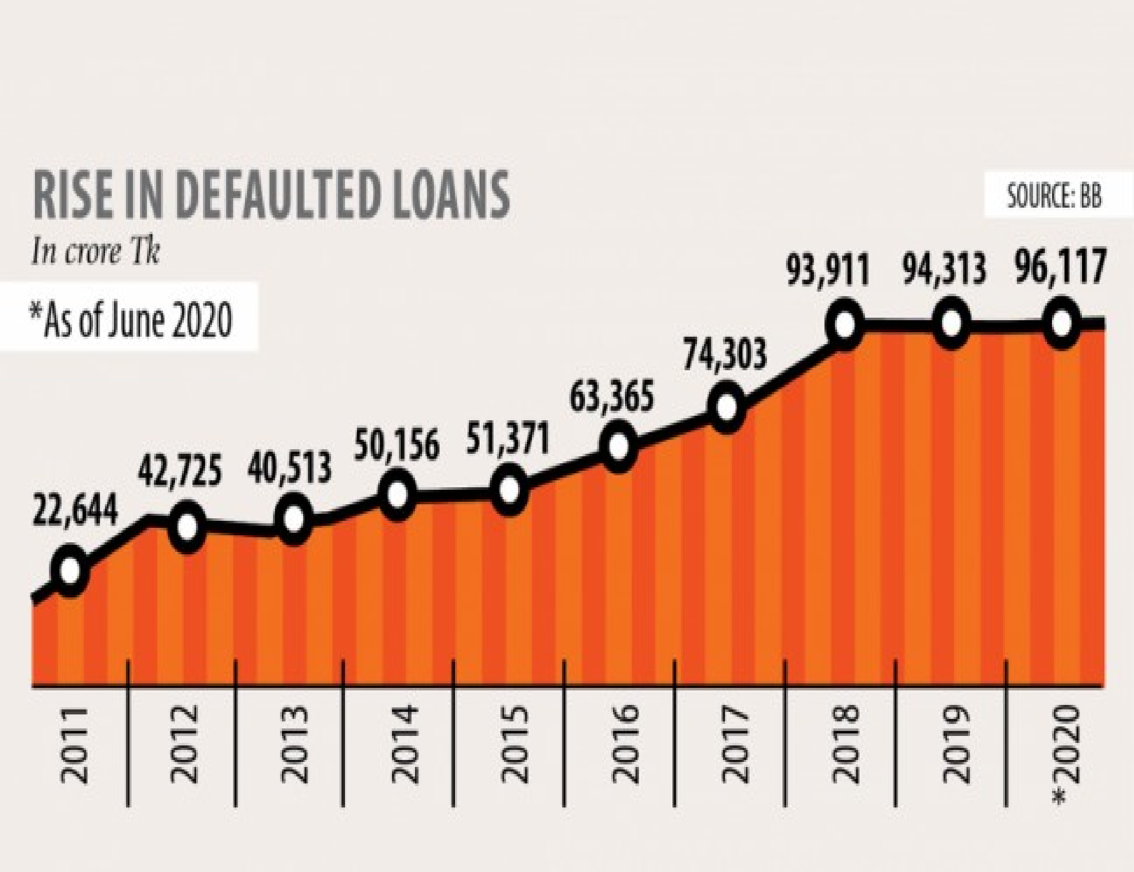

ঙ. ক্রমবর্ধমান ঋণ খেলাপী ব্যাংকিং সেক্টরে অস্থিরতা .. ..

- থেমে নেই মন্দঋনও রিসিডিউল/ নিয়মিতকরন করা।
    - জুন'১৯ শেষে রেকর্ড পরিমান নিয়মিতকরন ঋণ : ৫০,১৮৬ কোটি টাকা
    - জুন'২০ শেষে তা কমে আসে ১৩,৪৫৮ কোটি টাকা
    - মে'১৯ মাসে খেলাপি ঋণের মাত্র ২% ফেরত দিয়ে ১০বছরের জন্য ঋণ পুন:তফসিলীকরণের সুযোগ দেয়। এরপর খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দেখানো হয়।
- এই অরাজকতার জন্য ব্যাংকের পরিচালকরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী।
    - বর্তমানে একই পরিবার থেকে ৪জন পরিচালক যা পূর্বে ২জন ছিল
    - ১জন টানা ৩ মেয়াদে ৯ বছর পরিচালক হিসেবে থাকতে পারবে।
    - ফলে এখানে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং সুশাসনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে।
- পরিচালকরা নিজেদের স্বার্থে নিজেদের মধ্যে আতাত করে একের পর এক গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আপত্তি সত্ত্বেও সরকার কার স্বার্থে এই আইন পাশ করলো?

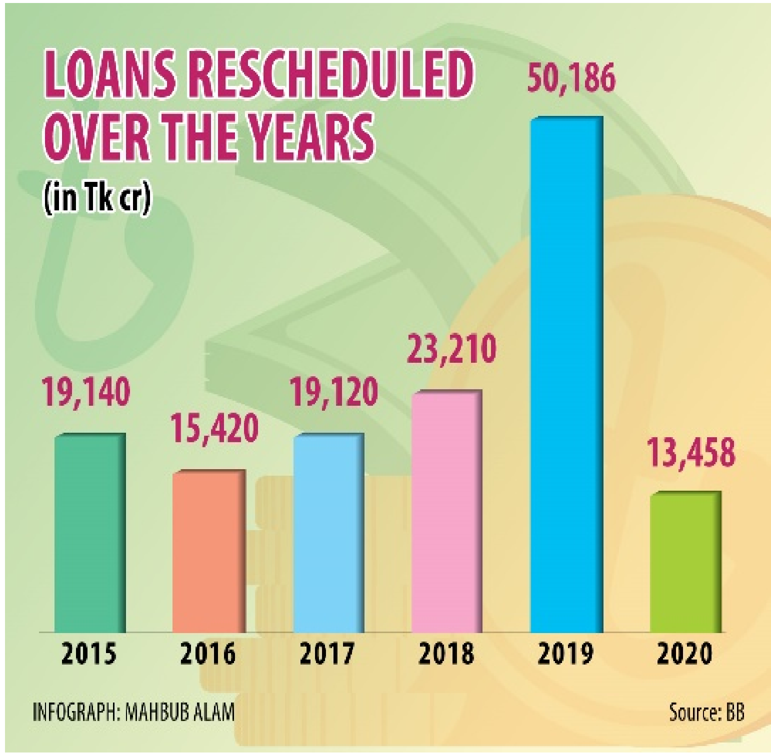

ছ. কালো টাকা পাচার রোধে ভারত .. .. ..

কালো টাকা প্রতিরোধে ভারতীয় রুপি নোট বাতিল পদক্ষেপঃ

- ৫০০ এবং ১০০০ রুপি নোট বাতিলের ঘোষনা
- ব্যাংক হতে তার পরিবর্তে নতুন ৫০০ ও ১০০০রুপি নোট সংগ্রহ
- অন্যথায় সকল পুরাতন নোট বাতিল বলে গন্য হবে।
- পুরাতন নোট পরিবর্তনের আয়ের বৈধ দলিল ব্যাংকে উপস্থাপন।
- এভাবে ইন্ডিয়া সরকার কালো টাকার বিস্তার রোধে একটি কার্যকর ভুমিকা রাখে।

জ. আমাদের প্রস্তাবনা

- ব্যাংক লুট, অর্থপাচার, দুর্নীতি ও চোরাচালান রোধে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকার প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র সকল পর্যায়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- দুদক ও এনবিআর-এ দক্ষ জনবল তৈরি, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালীভাবে কাজ কার করার সুযোগ দিতে হবে। ডিজিটাল বা অটোমেশন পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায় করতে হবে।
- আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রনে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হবে। ব্যাংক গুলোকে পরিবারতন্ত্র মুক্ত করতে হবে এবং এক পরিবার থেকে একজন পরিচালক রাখার দাবি জানাই। ব্যাংকগুলোকে বাঁচাতে শক্তিশালী, নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত ব্যাংক সংস্কার কমিশন চাই।
- বহুজাতিক কোম্পানি গুলো যাতে প্রকৃত আয় গোপন করতে না পাওে তার জন্য বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে এবং এদের অডিট রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।
- বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) এর সঙ্গে অন্য দেশের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের চুক্তিও আছে, তাই কারা কত টাকা পাচার করল তার বের করে এর শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।
- বিভিন্ন দেশের সাথে তথ্য আদান প্রদান ও ব্যাংক লেনদেনের স্বচ্ছতার উপর আন্ত-দেশীয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

ছ. আমাদের প্রস্তাবনা .. ..

- সরকারের আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা জোড়দার করতে হবে এবং পূর্বের অডিট আপত্তির বিপরীতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।
- করোনা ভাইরাসের কারনে রাজস্ব আদায় কমে যাওয়ায় সরকাকে ব্যাপক হারে ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, তাই জাতীয় স্বার্থে সরকারের উচিত সরকারি অনুন্নয়ন ব্যয় পুন:পর্যলোচনা করে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করা।
- বেনামী সম্পদ কেনা বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন দেশের এই সংক্রান্ত আইন অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- বাংলাদেশী নাগরিকদের বা কোন দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পন্ন বাংলাদেশীদের বিদেশে সম্পদ ও ব্যাংক একাউন্ট থাকলে তাকে ফি-বছর বিবরণী বাংলাদেশে দিতে হবে। তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
- রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংকসহ শেয়ার বাজার কেলেংকারির আত্মসাৎকৃত টাকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির উপর শ্বেতপত্র প্রকাশসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
- সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির অপরিহার্য অংশ গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গুলোকে, বিশেষ করে গনমাধ্যম, নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় সরকার, দুর্নীতি দমন কমিশন, স্বধীন ও শক্তিশালীভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়ে আইনের শাসন কায়েম কতে হবে।

-- ধন্যবাদ --

ইক্যুইটিবিডি

equitybd